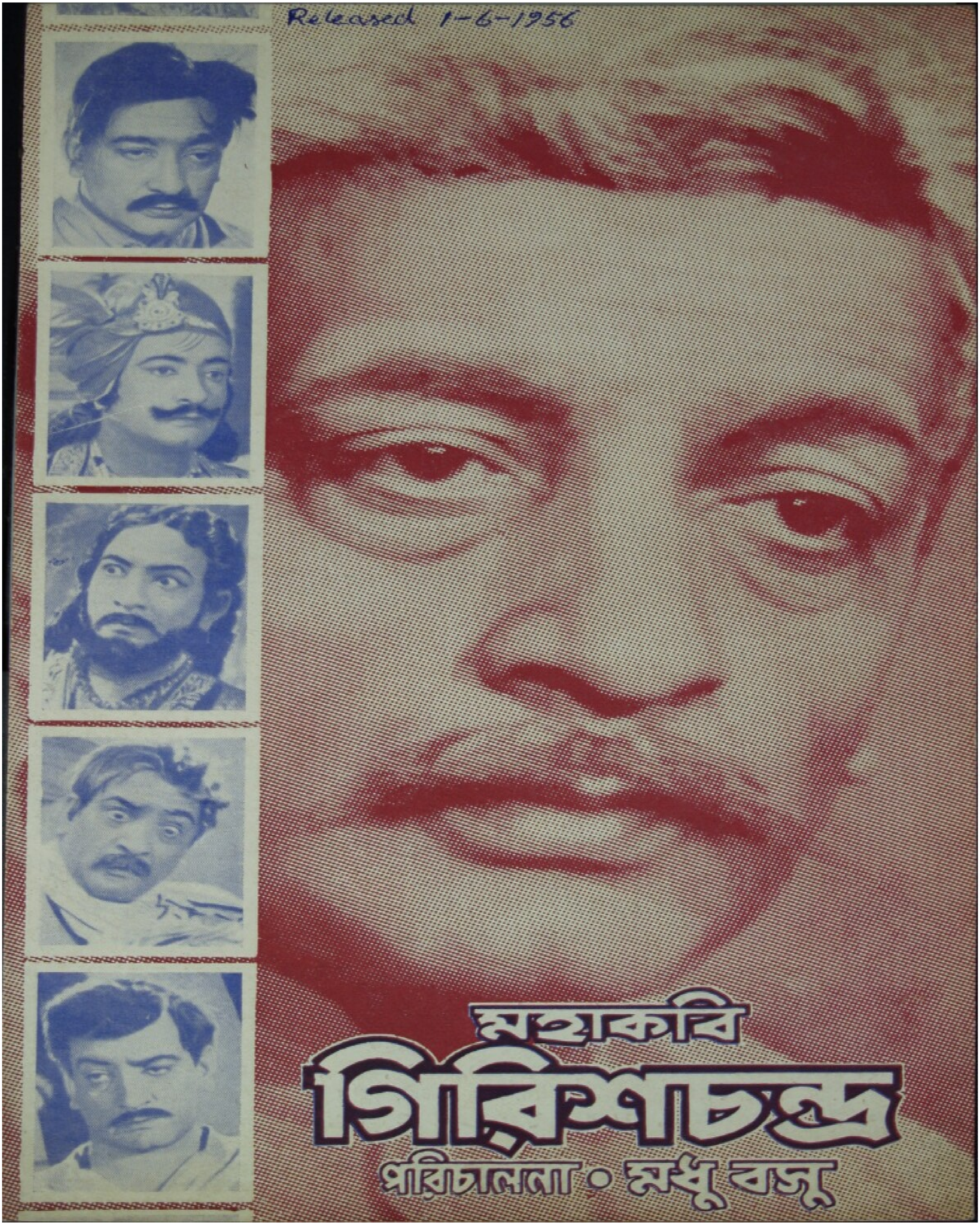
Released 1-6-1956
মহাকবি
গিরিশচন্দ্র
পরিচালনা • মধু বসু

এম্‌কেজি প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃ নিবেদিত

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

প্রযোজনা : **সুনীল বসু মল্লিক** পরিচালনা : **মধু বসু**

তত্ত্বাবধান : বিমল ঘোষ।

চিত্রনাট্য : মধু বসু ও দেবনারায়ণ গুপ্ত। সুর-শিল্পী : অনিল বাগ্‌চী। সংলাপ : দেবনারায়ণ গুপ্ত। অতিরিক্ত সংলাপ : বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। গীতিকার : ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও শ্যামল গুপ্ত। চিত্রশিল্পী : অনিল গুপ্ত। শব্দযন্ত্রী : বাণী দত্ত। সম্পাদক : কমল গাঙ্গুলী। শিল্পনির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু। সহযোগী : বিজয় বসু। পটশিল্পী : রামচন্দ্র সিণ্ডে। রূপশিল্পী : শৈলেন গাঙ্গুলী। কেশ-বিন্যাস : ৺সেখ বেচু।

ব্যবস্থাপক : প্রমোদ চট্টোপাধ্যায়, অসিত মুখোপাধ্যায়।

• সহকারী •

পরিচালনা : বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন রায়। সুরসৃষ্টি : শৈলেশ রায়। চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা। শব্দযোজন : হৃষি বন্দোপাধ্যায়। সম্পাদনা : প্রতুল রায়চৌধুরী। রূপসজ্জা : দুর্গা চট্টোপাধ্যায়, গৌর দাস, নিতাই সরকার, অনাথ মুখোপাধ্যায়। সাজসজ্জা : বৈজরাম শর্ম্মা, গৌর সিকদার। কেশ-বিন্যাস : ফরহাদ। পটশিল্প : বলরাম, নবকুমার, সত্যব্রত। ব্যবস্থাপনা : রাম প্রসাদ সাউ, কেষ্ট দে, বদু, বনমালী সাউ। আলোক-সম্পাত : হরেন গাঙ্গুলী, সুধীর সরকার, লক্ষ্মী, অভিমন্যু, অবনী। চিত্রশিল্প : কেষ্ট মণ্ডল। শব্দযন্ত্র : পাঁচু মণ্ডল। যন্ত্র-সঙ্গীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা।

স্থির চিত্র : স্টুডিও সাংগ্রিলা। পরিচয় লিখন : রতন বরাট।

প্রচার : অনুশীলন এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ

ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত ও ফিল্ম সার্ভিস লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত।

• কৃতজ্ঞতা স্বীকার •

শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ, ডাঃ হেমেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত। শ্রীসজনীকান্ত দাস।
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বেদান্ত মঠ। বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী।

পরিবেশনা : **কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ।**

কলিকাতার পরিবেশক : ডিষ্ট্রিবিউটার্স সিণ্ডিকেট।

নেপথ্য কণ্ঠ-সঙ্গীত : গীতা (রায়) দত্ত, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, উৎপলা সেন, মৃণাল চক্রবর্ত্তী, অঞ্জুশ্রী, ছবি বন্দোপাধ্যায়।

• ভূমিকায় •

পাহাড়ী সান্যাল, অসিতবরণ, অহীন্দ্র চৌধুরী, গুরুদাস, সন্ধ্যারাণী, মলিনা, ভারতী

জহর রায়, অনুপকুমার, সবিতা ব্রত, নীতিশ, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য্য, উৎপল দত্ত, অবিনাশ দাস, দেবেন বন্দ্যোঃ, শ্রীপতি, নির্ম্মল, আদিত্য, সৌরিন, শিবকালী, গঙ্গাপদ, অজিত প্রকাশ, বিনয়, ভূপেন, উৎপল, দেবী, নৃপেন, বিশু, রাজকমল, বলিন, বিপিন, শুভেন্দু, পঞ্চানন, সতু, চন্দ্রশেখর, মোহন ঘোষাল, মিঃ সালেহ্ (এঃ), বিজয় সেন (এঃ), আদিত্য, অজিত, নদের চাঁদ, অসিত, বৈদ্যনাথ, প্রীতি, ভূপেন, হেমন্ত, শৈলেন, শচীন, অশ্রু, সলিল, গোপাল, চণ্ডী, ধীরেন, নিশাপতি, রবীন, ভোলা নাথ, নারায়ণ, নির্ম্মল, অত্রি গুহ, মাঃ সজল কুমার, শোভা, তপতী, পূর্ণিমা, মেনকা, সন্ধ্যা, ছন্দা।

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

বাইরে তাঁর মহাসমুদ্রের অশান্ত উচ্ছ্বাস। অন্তরে তাঁর মহাসমুদ্রের গভীর প্রশান্তি। তাই বাইরে থেকে যারা তাঁকে দেখেছে—বিচার করেছে—তারা দিয়েছে তাঁকে ঘৃণা—তারা দিয়েছে তাঁকে সম্মান ;—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে কুৎসার বিষভাণ্ড আর প্রশংসার সুধাপাত্র হয়তো এক-ই সঙ্গে এগিয়ে দিয়েছে তা'রা। কিন্তু অন্তরের গভীর গহনে নেমে যাঁরা পেয়েছেন তাঁকে বিচার করবার দুর্লভ সৌভাগ্য—তাঁরা শুধু অনন্ত বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেছেন—আর অনির্ব্বচনীয় আনন্দে জানিয়েছেন শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ের মুগ্ধ প্রণাম।

বাগবাজার এ্যামেচার ক্লাবের বাউণ্ডুলে গিরিশই যে একদিন বাংলাদেশের নাট্যকলা আর রঙ্গমঞ্চের মহান স্রষ্টা হয়ে দেখা দেবেন—একথা সেদিন কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল! কে-ই বা ভাবতে পেরেছিল যে তাঁর কালজয়ী লেখনীস্পর্শে সৃষ্ট হবে 'সিরাজদ্দৌলা', 'মিরকাশিম', 'চৈতন্যলীলা', 'বলিদান', 'বিল্বমঙ্গল'-এর মত অমর নাটক! কে ভাবতে পেরেছিল, মঞ্চে তাঁর বজ্রগর্ভ কণ্ঠধ্বনির উদাত্ত আহ্বানে বাংলাদেশের হৃদয় উঠবে চঞ্চল হয়ে—যার ফলে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ইংরেজ সরকারকে পর্য্যন্ত 'অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' বলবৎ করে তাঁর নাটকগুলির কণ্ঠরোধ করতে হবে!

কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র কালের রাজপথ বেয়ে এগিয়ে চলে প্রবল গতিতে। প্রতিভা যেখানে সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ, সেখানে সমাজের বাধা, আইনের বাধা, অর্থের বাধা—সব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ঠিক এমনি হয়েছিল গিরিশচন্দ্রের জীবনে। তীব্র কুৎসার বিষ নীলকণ্ঠের মতো-ই নিজের কণ্ঠে ধারণ করে প্রতিদানে তিনি দিয়ে গেছেন এমন সম্পদ—যার গর্ব্বে শুধু আমাদের বর্ত্তমান-ই নয়, ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত গর্ব্বিত।

স্বচ্ছ সরোবরে যেমন অন্তহীন আকাশের পরিবর্ত্তনশীল অসংখ্য বিচিত্র ছায়া পড়ে—কখনো বা রৌদ্রদীপ্ত, কখনো বা মেঘাচ্ছন্ন,—তেমনি তাঁর জীবন-সরোবরেও পড়েছে বহু লোকের ছায়া। তাই সংসারের পটভূমিতে তিনি যেমন স্ত্রী-পুত্র-পরিবেষ্টিত স্নেহার্ত্ত গৃহী,—মঞ্চের পটভূমিতে তিনি যেমন সৃষ্টির প্রেরণায় উন্মুখ মহান স্রষ্টা,—তেমনি আধ্যাত্মিক জীবনেও তাঁকে দেখতে পাই সে যুগের শ্রেষ্ঠ মানুষ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে।

অথচ, একথা ভাবতেও আজ বিস্ময়বোধ হয় যে, ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়েছিল অবিশ্বাসের অন্ধকারে। সারা বাংলা যাঁর নামে তন্ময়, সেই রামকৃষ্ণকে তিনি ভাবতেন 'ভণ্ড' বলে। কিন্তু বিধাতার এমন বিচিত্র বিধান যে, এই মহাসাধকের পদতলেই একদিন জীবনের সব গ্লানিকে উৎসর্গ ক'রে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মুক্তির আস্বাদ। তাঁরই আদেশে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত রোগজর্জ্জর দেহে মঞ্চের পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে নিপীড়িত মানুষের কাছে নিপীড়িত মানবাত্মার আকুতি জানিয়ে গেছেন। শত দুঃখ, শত আঘাত, শত লাঞ্ছনার মধ্যেও আবেগতপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ ক'রে গেছেন তাঁর জীবনের উদার বেদবাণী ঃ

তিরস্কার পুরস্কার কলঙ্ক কণ্ঠের হার
তথাপি এপথে পদ করেছি অর্পণ।
রঙ্গভূমি ভালবাসি হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন ॥

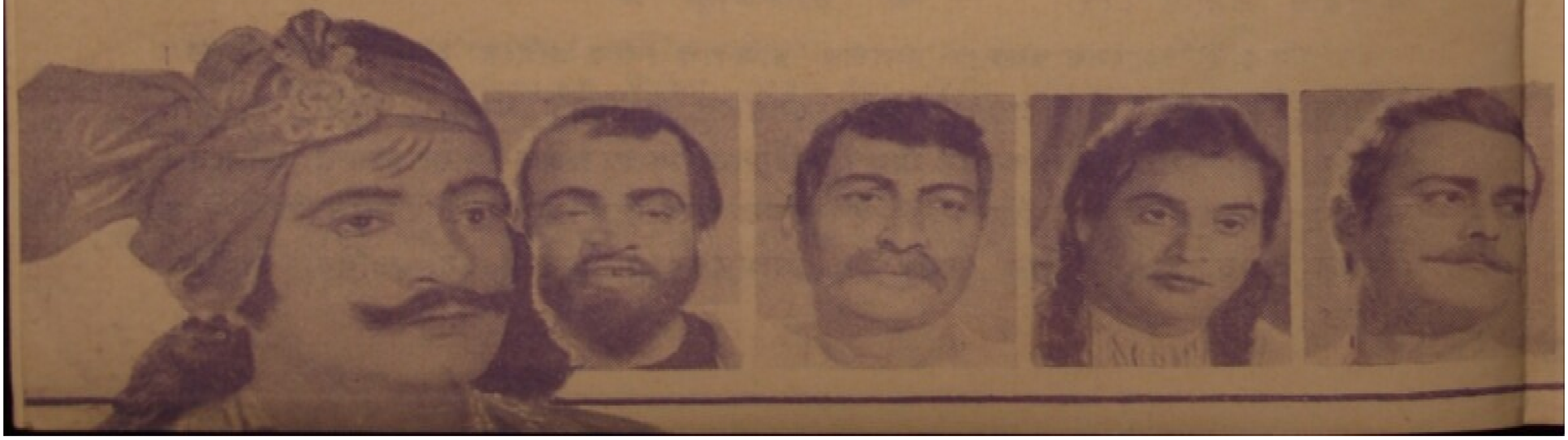

সঙ্গীত

(১)

রাধে, না হেরিয়া শ্যামচাঁদে
পাগলিনী হয়ে রাধে
পথে পথে খুঁজে খুঁজে ফেরে
(হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে)
অভাগিনী আঁখিজলে
যারে দেখে তারে বলে
কোথা মোর কানু বলে দে রে ॥
রাই ধনি বলে—
সে হৃদিবল্লভ কোথায়
তোরা আমায় বলে দে রে।
সে শিখীপুচ্ছধারী কোথায়
তোরা আমায় বলে দে রে।
কোথায় গেলে মোহনবেণু শুনতে পাব
ও বেণুবন, তোরা আমায় বলে দে রে॥
শ্রীমধুসূদন বিনা শ্রীমতী ভূষণহীনা
ভুবন শূন্য লাগে যে রে।
শূন্য হল—
তমাল মাধবীতল শূন্য হল
মালতী বিতান হায় শূন্য হল
(আর) যমুনা পুলিন আজ শূন্য হল
নয়নের আলো সে যে
নিশাসের বায়ু
হিয়ার কাঁপন সে যে
জীবনের আয়ু
কৃষ্ণ বিরহ মম, তুষের অনল সম
জ্বলিয়া জ্বালায় পরানে রে।
কোথা মোর কানু বলে দেরে ॥

—শ্যামল গুপ্ত

(২)

আকুল বসন্তে আজি উছলে আনন্দ মনে
জুড়ালো নয়নতৃষা প্রিয়মুখ দরশনে ॥
নিরখিয়া রূপশশী সুখের সায়রে
হৃদয় নলিনী হাসি সুরভি বিতরে
গুঞ্জরে প্রেম অলি, সুমধুর আলাপনে॥
শিহরি মলয়ানিলে মুরছে কোকিল তান
কুসুমি কানন বীথি মাধুরিমা করে দান
নটবর সোহাগিনী বিনোদিনী রাধে
শ্যামবল্লভে পেয়ে হৃদিডোরে বাঁধে
সুধার প্লাবন বহে পরাণ নিকুঞ্জ বনে ॥

—শ্যামল গুপ্ত

(৩)

পূজিতে মহেশে হেরি প্রাণধনে।
শিবশিরে দিতে বারি, বারি বহে দুনয়নে॥
ত্রিপুরারি করি ধ্যান, হৃদে জাগে সে বয়ান
ব্যাকুল পাগল প্রাণ রাখিতে নারি যতনে॥
কাতরে করুণা কর, হে শঙ্কর পূজা ধর
আশুতোষ দুঃখ হর কৃপাকণা বিতরণে॥

—গিরিশচন্দ্র

(৪)

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়
প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়
প্রেমে প্রাণ মত্ত করে
প্রেম তরঙ্গে প্রাণ নাচায়
রাধার প্রেমে হরি বলি আয়॥

—গিরিশচন্দ্র

(৫)

প্রাণভরে আয় হরি বলি
নেচে আয়রে জগাই মাধাই
মেরেছ বেশ করেছ
হরি বলে নাচ ভাই
বলরে হরিবোল
প্রেমিক হরি প্রেমে দেবে কোল॥
তোলরে তোরা হরিনামের রোল॥

—গিরিশচন্দ্র

(৬)

এমন সুধার হরিনাম হরি বল না
সাধের পণে কিনবি হরি
সাধ কেন তোর হোল না।
নামে হও মাতোয়ারা
মিছে মদে ভুল না।
হরি বল না—হরি বল না॥

—গিরিশচন্দ্র

(৭)

হরি মন মজায়ে লুকালে কোথায়।
আমি ভবে একা
দাও হে দেখা
প্রাণসখা রাখ পায়॥
কালশশী বাজালে বাঁশী
ছিলাম গৃহবাসী. (আমায়)
করলে উদাসী
হৃদবিহারী কোথায় হরি
পিপাসী প্রাণ তোমায় চায়॥

—গিরিশচন্দ্র

(৮)

ন'দে টলমল করে
গৌর প্রেমের হিল্লোলে।
কৃষ্ণপ্রেম বিলায় গোরা
নাচে হরি হরি বলে॥
আমার ভাবনিধি ভাবে বিভোর
নাচেরে দুই বাহু তুলে
আমার প্রানের গোরা শচীদুলাল
নাচেরে দুই বাহু তুলে।

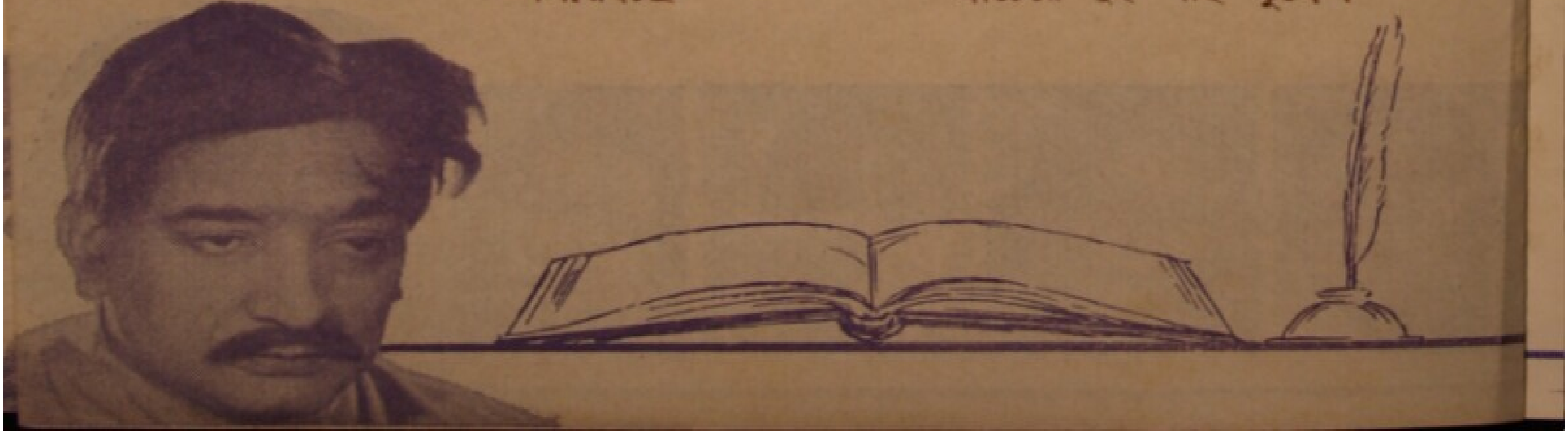

সুরধুনি শতধারে   উছলে তার নয়নকূলে
পুলক-রোমাঞ্চে ও তার   অঙ্গ ওঠে দুলে দুলে
গোরা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে
হাসে কাঁদে নাচে গায়
ফুকারি ফুকারি কাঁদে
আপনি ধরে আপনার পায়
তার অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ গৌর
(গোরাচাঁদের) অনুভবের নাই সীমানা
বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে
সাগরে ভাবে শ্রীযমুনা
যারে দেখে ভাই বলে সে
আচণ্ডালে নেয় রে কোলে ॥
(পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত)

(৯)

সুরায় ডুবে থাকলে পরে অরূপ রতন
যায় কি জানা
সুরের সুধা যে করে পান
সেই শুধু পায় তার ঠিকানা ॥
অন্তরেরি অন্তরঙ্গে
ভ্রমে রাখে অন্তরে হায়
নিকটতমে সুদূর ভাবায়
আপনেরে পর সে বোঝায়
সংশয়ে যে ঘোরায় কেবল
মনের দ্বন্দ্ব তাই ঘোচে না।
সে যে, আলোয় নয়ন বন্ধ করে
অন্ধকারে ডেকে আনা ॥

—শ্যামলগুপ্ত

(১০)

শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুঁড়ি।
(ভবসংসার বাজার মাঝে)
ঐ যে মনঘুঁড়ি আশা বায়ু
বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥
বিষয়ে মেজেছে মাঞ্জা
কর্কশা হয়েছে দড়ি
ঘুঁড়ি লক্ষে ছুটে। একটা কাটে
হেসে দাও মা হাত চাপড়ি ॥

—রামপ্রসাদ

(১১)

আমায় নিয়ে বেড়ায় হাত ধরে।
যেখানে যাই সে যায় পাছে
আমায় বলতে হয়না জোর করে ॥
মুখখানি সে যত্নে মুছায়
আমার মুখের পানে সে চায়
(আমি) হাসলে হাসে কাঁদলে কাঁদে
(আমায়) কতই রাখে আদরে ॥

—গিরিশচন্দ্র

সমাজ যাকে দিলনা সম্ভ্রমের স্বীকৃতি
জীবনের সমস্ত দুয়ার কি তার কাছে বন্ধ ?

এমকেডি প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃ এর
পরবর্তী ছবি

সুজাতা

কাহিনী সুবোধ ঘোষ

শরৎ বাণীচিত্র নিবেদিত

শরৎচন্দ্রের

বড়দিদি

শ্রেষ্ঠাংশে • সন্ধ্যারাণী • উত্তমকুমার

পরিচালনা • অজয় কর

• পরিবেশনা • কালিকা ফিল্মস প্রাইভেট লিমিটেড •

কালিকা ফিল্মস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩১এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, হইতে প্রকাশিত ও
অনুশীলন প্রেস, ৫২ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, হইতে মুদ্রিত।